জাতীয় কর্মশালা

তারিখ: ৩ মার্চ, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ
স্থান: বিয়াম ফাউন্ডেশন অডিটোরিয়াম,
প্রগতিশীল ও সম্প্রীতি'র উন্নত বাংলাদেশ বিনির্মানে মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম প্রকল্পের ভূমিকা

● **কর্মশালায় উপস্থিত মূখ্য অতিথিবৃন্দ**

প্রধান অতিথি : জনাব মো: ফরিদুল হক খান এমপি. মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়।
বিশেষ অতিথি : শ্রী নারায়ন চন্দ্র চন্দ, সংসদ সদস্য, খুলনা-৫ ও সিনিয়র ভাইস চেয়ারম্যান, হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট।
: ড. শ্রী বীরেণ শিকদার, সংসদ সদস্য, মাগুরা-২ ও প্রাক্তন প্রতিমন্ত্রী, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়।
: শ্রী মনোরঞ্জন শীল গোপাল, সংসদ সদস্য, দিনাজপুর-১ ও সিনিয়র ভাইস চেয়ারম্যান, হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট
: শ্রী অসীম কুমার উকিল, সংসদ সদস্য, নেত্রকোনা-৩।
: জনাব মো: নূরুল ইসলাম পিএইচডি, সচিব, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়।
: শ্রী সুব্রত পাল, ভাইস চেয়ারম্যান, হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট।
: ডা. দিলীপ কুমার ঘোষ, সচিব, হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট
সভাপতি : জনাব রঞ্জিত কুমার দাস, প্রকল্প পরিচালক (অতিরিক্ত সচিব), মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম-৫ম পর্যায়

● **জাতীয় কর্মশালায় প্রাপ্ত গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশ**

১) ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা মানব জীবনের অন্যতম মৌলিক চাহিদা হিসেবে গণ্য বিধায় দেশের ২য় বৃহত্তম সনাতনী জনগোষ্ঠীর কল্যাণে মন্দিরভিত্তিক শিক্ষা কার্যক্রমের চাহিদা ও উপযোগিতা ক্রমবর্ধমান। তাই দেশব্যাপী সনাতন ধর্মাবলম্বীদের নিকট আশাজাগানিয়া এ কার্যক্রমটি আর প্রকল্প আকারে না রেখে হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের রাজস্বখাতভূক্ত নিয়মিত কার্যক্রমে পরিণত করা।

২) দেশের ৬৫,৬২০টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রতিবছর প্রায় ২০ লক্ষ শিশু সেখানে শিক্ষালাভের সুযোগ পাচ্ছে। কিন্তু দেশে প্রতিবছর প্রায় ৩৭ লক্ষ শিশু প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণের উপযোগী হয়। অবশিষ্ট প্রায় ১৭ লক্ষ প্রাক-প্রাথমিক স্তরে শিশুর মধ্যে প্রায় পৌঁনে ২ লক্ষ শিশুর প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম মন্দিরভিত্তিক প্রকল্পের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হয়। তবে ধর্মবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের শিক্ষামূলক এই প্রকল্পের প্রাক-প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার্থীরা সাধারণ পাঠ্যক্রমের পাশাপাশি ধর্মীয় নীতি ও আদর্শ সমন্বিত পাঠ্যক্রমে সমৃদ্ধশালী শিক্ষা পাচ্ছে এবং পরবর্তীতে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গিয়ে তুলনামূলক ভালো ফলাফল করছে। অতএব জাতীয় শিক্ষানীতি, জাতীয় শিশুনীতি ও ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় সুস্পষ্ট নির্দেশনার ভিত্তিতে মন্দিরভিত্তিক প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রমটি ধারাবাহিকভাবে চলমান রাখা একান্ত আবশ্যাক।

৩) মানুষের স্বাভাবিক জীবনাচারে ধর্মীয় ও নৈতিক অনুশাসন ওতপ্রোতভাবে জড়িত। তাই মানব সভ্যতায় শিক্ষার একটি গুরত্বপূর্ণ অঙ্গ হিসেবে ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষার উপযোগিতা চলমান থাকবে। কিন্তু আমাদের দেশে সনাতন ধর্মাবলম্বীদের জন্য সরকারি বা বেসরকারিভাবে ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষার ক্ষেত্র বা সুযোগ চাহিদার তুলনায় খুবই অপ্রতুল। অতএব, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীন সনাতন ধর্মাবলম্বীদের জন্য একমাত্র সংবিধিবদ্ধ সংস্থা হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টকে দ্রুত ফাউন্ডেশনে রূপান্তরপূর্বক শক্তিশালী করে দেশের ২য় বৃহত্তম জনগোষ্ঠীর জন্য ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষার স্থায়ী ব্যবস্থা করা।

৪) প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রমকে ২ বছর করা।

৫) সনাতন ধর্মীয় শিক্ষার্থীদের বয়স ১০ থেকে ৩০ এর মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে সকল বয়সী সনাতন ধর্মাবলম্বীদের জন্য বয়সসীমা উন্মুক্ত করা আবশ্যক।

৬) মন্দিরভিত্তিক শিক্ষা কার্যক্রমের উন্নত ও সমৃদ্ধশালী পাঠ্যক্রম ও উন্নত পরিচালন কাঠামোর বদৌলতে কেন্দ্রশিক্ষকগণ নিরলস ও আন্তরিকভাবে দায়িত্ব পালন করেন। বর্তমান মূল্যস্ফীতির আমলে মহান পেশাদারী শিক্ষকদের নামেমাত্র মাসিক সম্মানী ভাতার ব্যবস্থা রয়েছে; যা দ্বিগুণেরও বেশী হারে বৃদ্ধি করা একান্ত আবশ্যক।

৭) প্রকল্পের কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দকে ক্রমান্বয়ে দায়িত্বশীল ও দক্ষ জনশক্তিতে পরিণত করতে বুনিয়াদী ও কর্মকালীন প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা রাখা এবং উন্নত প্রশিক্ষণের জন্য প্রকল্পের কর্মকর্তাদের বিদেশে সমজাতীয় শিক্ষাক্ষেত্র থেকে ধারনা লাভের জন্য বিদেশ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।

৮) কেন্দ্রশিক্ষকগণের দক্ষতা বৃদ্ধি করার জন্য সনাতন ধর্মীয় শ্রাস্ত্রগ্রন্থ, শিশু মনোবিজ্ঞান, শিশুর প্রারম্ভিক যত্ন ও বিকাশ, পুষ্টি, প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা, মনীষীদের জীবনী ও বাণী এবং উপদেশে উপাখ্যানের ভিত্তিতে দীর্ঘমেয়াদী বুনিয়াদী ও রিফ্রেসার্স প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা রাখ যেতে পারে। এবং প্রাক-প্রাথমিক স্তরের শিক্ষকদের জন্য উপজেলা রিসোর্স সেন্টারে খন্ডকালীন প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

৯) সনাতন ধর্মাবলম্বীদের প্রধান ধর্মগ্রন্থ হিসেবে বিবেচিত শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার পাশাপাশি অন্যান্য শাস্ত্রগ্রন্থের শিক্ষা, সংস্কৃত ভাষার শ্লোক/মন্ত্র সঠিক সুর ও ছন্দে উচ্চারণ শিক্ষা, বিভিন্ন সংস্কার (দশবিধ সংস্কার, পারলৌকিক কর্ম ইত্যাদি), নিত্যকর্মের ধারনা, মহাপুরুষদের বাণী, শিক্ষামূলক উপাখ্যান পাঠ্যক্রমে সংযোজন করা।

১০) শিশুবান্ধব, নিরাপদ ও সহজলভ্য আকর্ষণীয় খেলনার সামগ্রী, মাল্টিমিডিয়া ক্লাশ এবং ডিজিটাল বইয়ের মাধ্যমে পাঠদানের ব্যবস্থা করতে হবে।

১১) প্রতিটি বিভাগে ১জন করে উপ প্রকল্প পরিচালকের পদ সৃষ্টি করে নিয়োগের ক্ষেত্রে প্রকল্পের পূর্ববর্তী পর্যায়গুলোতে কাজের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন প্রার্থীকে অগ্রাধিকার দেয়া ও তাদের বয়সসীমা শিথিল রাখা।

১২) প্রকল্পের শিক্ষা কার্যক্রম মনিটরিং জোরদার করতে প্রতি ৫০টি কেন্দ্রের জন ১জন করে ফিল্ড সুপারভাইজারের পদ সৃজন করা।

১৩) সহকারী প্রকল্প পরিচালক ও মাস্টার ট্রেইনার কাম-ফ্যাসিলেটেটরদের জন্য মটরসাইকেলের ব্যবস্থা করা এবং প্রকল্পের প্রত্যেক জেলা কার্যালয়ে ১টি ল্যাপটপ, ১টি প্রজেক্টর ও ১টি ডিজিটাল ক্যামেরা প্রদানের ব্যবস্থা রাখা।

১৪) শিক্ষকদের মাতৃত্বকালীন ছুটির সময় বিকল্প শিক্ষকের ব্যবস্থা রাখা এবং তার সম্মানী ভাতার ব্যবস্থা রাখা।

১৫) মন্দিরভিত্তিক শিক্ষাকেন্দ্রে শিক্ষার্থীদের জন্য উপবৃত্তি, টিফিন ও ইউনিফর্মের ব্যবস্থা করা।

১৬) প্রকল্পের জনবল যেন আইটসোর্সিং এর কবলে না পরে সেজন্য যথাযথ প্রতিরোধ ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

● কর্মশালার প্রধান অতিথি ও বিশেষ অতিথিবৃন্দের বক্তব্যের উদ্ধৃতাংশ:

"ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মদার্যাপূর্ণ এ প্রকল্পটি সারাদেশের ৬,৪৫০টি মন্দির অবকাঠামো ব্যবহার করে ৫,৮০০টি প্রাক-প্রাথমিক, ৪০০টি গীতা শিক্ষা ও ২৫০টি বয়স্ক স্তরের শিক্ষাকেন্দ্র পরিচালনা করছে এবং প্রতিবছর ১,৯২,২৫০ জন শিক্ষার্থীকে নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধসমৃদ্ধ উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা প্রদান করছে, যা হিন্দু জনগোষ্ঠীকে আশাব্যঞ্জক সাড়া জাগিয়েছে।

প্রকল্পটি নিরক্ষরতা দূরীকরণ, দারিদ্র বিমোচন, কর্মসংস্থানের সুযোগ, নারীর ক্ষমতায়ন ও সম্প্রীতি স্থাপনের মাধ্যমে সরকারের রূপকল্প-২০২১ ও টেকসই উন্নয়ন অভিষ্ট বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করছে।

৬-১০ বছর বয়সী সনাতন ধর্মীয় শিশুদের ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষার আবশ্যকতা বিবেচনায় মন্দিরভিত্তিক সহজ গীতা শিক্ষা কার্যক্রম গ্রহণের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

এই প্রকল্পটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং অত্যন্ত মানবিকভাবে এগিয়ে যাচ্ছে। আমার কাছে মনে হয় যে এটার সবথেকে প্রয়োজন বেশি।"

-জনাব মো: ফরিদুল হক খান এমপি. মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়।

"কর্মক্ষেত্রে সকল বৈষম্য দূর করে রাজস্ব খাতে সকলকে নিয়ে এসে এটা (মন্দিরভিত্তিক শিক্ষা প্রকল্পকে) স্থায়ী রূপ দিতে হবে।"

-শ্রী নারায়ন চন্দ্র চন্দ, সংসদ সদস্য, খুলনা-৫ ও সিনিয়র ভাইস চেয়ারম্যান, হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট।

"আমাদের মনে হয় আউটসোর্সিং সংবিধানবিরোধী। এটা সংবিধানের সাথে সাংঘর্ষিক। এটা হতে পারে না। এটা কোন অবস্থাতে মানা যায় না। সংবিধান যেখানে বলেছে, সবার জন্য সমান সুযোগ, সেখানে কেন আউটসোর্সিং।"

-ড. শ্রী বীরেণ শিকদার, সংসদ সদস্য, মাগুরা-২ ও প্রাক্তন প্রতিমন্ত্রী, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়।

"আমি বিশ্বাস করতে চাইনা যে, মন্দিরভিত্তিক শিক্ষা প্রকল্প জুন মাসে শেষ হয়ে যাবে, মসজিদভিত্তিক প্রকল্প যতদিন চলবে মন্দিরভিত্তিক প্রকল্পও ততদিন চলবে।"

-শ্রী মনোরঞ্জন শীল গোপাল, সংসদ সদস্য, দিনাজপুর-১ ও সিনিয়র ভাইস চেয়ারম্যান, হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট

"আমাদের মন্দিরভিত্তিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সাথে সাথে প্রতিটি ক্ষেত্রে বাজেট আরো বৃদ্ধি পাবে এই আশা করি।"

-শ্রী অসীম কুমার উকিল, সংসদ সদস্য, নেত্রকোনা-৩।

"আজকের অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি- মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, যখন প্রকল্পটি আসবে, আপনি মাননীয় অর্থমন্ত্রীর সাথে কথা বলবেন প্রকল্পটি যেন আউটসোর্সিং না হয়; যাতে আমাদের দক্ষ জনবল যারা রয়েছে, তারা যেন পুনঃনিয়োগ পেতে পারেন, তার জন্য আপনার কাছে আমাদের বিনীত অনুরোধ। এই প্রকল্পটি মানুষ গড়ার কারিগর। গ্রাম-গঞ্জে ব্যাপক চাহিদা রয়েছে।"

-শ্রী সুব্রত পাল, ভাইস চেয়ারম্যান, হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট।

ঠাকুরগাঁও জেলা কর্মশালা

তারিখ: ২২ এপ্রিল, ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ

মানবিক মূল্যবোধ ও নৈতিকতাসম্পন্ন জাতি গঠনে মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রমের ভূমিকা।

অতিথিদের ক্রেস্টদিয়ে বরণ

ড. কে এম কামরুজ্জামান সেলিম, জেলা প্রশাসক, ঠাকুরগাঁও।

❑ কর্মশালায় উপস্থিত মূখ্য অতিথিবৃন্দ

প্রধান অতিথি	শ্রী রঞ্জিত কুমার দাস (অতিরিক্ত সচিব), প্রকল্প পরিচালক, মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম- ৫ম পর্যায়।
সম্মানিত অতিথি	প্রফেসর ড. গোলাম কিবরিয়া মন্ডল, অধ্যক্ষ, ঠাকুরগাঁও সরকারি কলেজ, ঠাকুরগাঁও।
বিশেষ অতিথিবৃন্দ	শ্রীমৎ ভক্তি বিনয় স্বামী মহারাজ, সহ সভাপতি, বাংলাদেশ ইসকন ও অধ্যক্ষ গড়েয়া গোপালপুর ইসকন মন্দির, ঠাকুরগাঁও।
সভাপতি	ড. কে এম কামরুজ্জামান সেলিম, জেলা প্রশাসক, ঠাকুরগাঁও।

❑ কর্মশালায় প্রাপ্ত গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশ

১। শুদ্ধ ভাবে গীতার শ্লোক, প্রার্থনা সংগীত এবং দেব-দেবী/নিত্যকর্মের মন্ত্র চর্চা করতে রেকর্ডকৃত অডিও সিডি এবং সাউন্ডবক্স সরবরাহ করা যেতে পারে।

২। শিশুদের সাথে তথ্যমূলক আলোচনা করতে হবে, গবেষণা ধর্মীয় বিষয়ে চিন্তাভাবনা করার সুযোগ দিতে হবে এবং সৃজনশীল মনোভাব তৈরী করতে হবে।

৩। ছাত্র ছাত্রীদের বৃত্তি প্রদানের ব্যবস্থা থাকলে ভালো হয়।

৪। গীতা শিক্ষার্থীদের ধর্মীয় মানসম্পন্ন নির্ধারিত পোশাক দেওয়া আবশ্যক। শিক্ষার্থীদের টিফিনের ব্যবস্থা রাখা প্রয়োজন।

৫। শিক্ষকদের সম্মানী ভাতা বৃদ্ধি করতে হবে এবং তা নিয়মিত ভাবে মাসিক ভিত্তিতে প্রদানের ব্যবস্থা করা দরকার। অধিকন্তু, প্রতি বৎসর বৈশাখী ভাতা প্রদানের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

৬। অঙ্গভঙ্গির মাধ্যমে ছড়া শেখানো। মাতৃ স্নেহের মাধ্যমে শিশুদের পাঠদান করা।

৭। পাঠদান কৌশলের ক্ষেত্রে শিক্ষক সহায়িকা অনুসরণ করতে হবে।

৮। প্রতিটি জেলায় হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের অফিস স্থাপন করা এবং সেখানে প্রকল্পের জনবলকে আত্মীকরণের ব্যবস্থা করা। প্রকল্পের জনবল রাজস্ব খাতে স্থানান্তর করা।

০৯। শিশুদের উচ্ছাস এবং প্রাণশক্তি ব্যবহার করে পাঠদান করা।

১০। অত্যন্ত গরীব ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের স্কুলড্রেস প্রদানের জন্য মন্দির কমিটি ও জন প্রতিনিধিদের সাহায্য সহযোগিতা একান্ত কাম্য।

১১। কম্পিউটার অপারেটরের পদটিকে টেকনিক্যাল পদ হিসেবে দ্বিতীয় শ্রেণিতে উন্নীত করা যেতে পারে।

১২। কেন্দ্র মনিটরিং কমিটির সহায়তা নিয়ে মন্দির ভিত্তিক শিক্ষাকেন্দ্র সমূহে সরস্বতী পূজার আয়োজন করা যেতে পারে।

১৩। উপজেলা ভিত্তিক সাব অফিস স্থাপন এবং সাব অফিসে ০১জন করে ফিল্ড সুপারভাইজার এর পদ সৃজন করা। এক্ষেত্রে ফিল্ড সুপারভাইজারের পদটিকে ফিল্ড অফিসার কিংবা দ্বিতীয় শ্রেণিতে উন্নীত করা যেতে পারে।

১৪। প্রতিটি বিভাগে পরিচালকের পদ সৃষ্টি করে সেখানে সনাতন সম্প্রদায়ের প্রার্থীদের জন্য পদটি সংরক্ষণ করতে হবে। এক্ষেত্রে প্রকল্পে কর্মরতদের অভিজ্ঞতাকে অগ্রাধিকার দিতে হবে এবং তাদের বয়স শিথিল করতে হবে।

১৫। প্রতিটি উপজেলায় গীতা শিক্ষা কেন্দ্র চালু করা একান্ত প্রয়োজন ।